এই লেখাটি 'মনভুবন' এর ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ : সন্তানের মনস্তাত্ত্বিক সংকট

পরিবারের ভাঙন মূলত ভেঙে দেয় সন্তানের মনোজগৎ– ভেঙে যায় আবেগ, ভেঙে যায় চিন্তন প্রক্রিয়া বা থট প্রসেস। বদলে যায় অন্তর্গত প্রেষণা, চারপাশ প্রত্যক্ষণের মধ্যে ঘটে যায় নেতিবাচক পরিবর্তন। কমে যায় কষ্ট মোকাবিলা করার শক্তি। অর্থনৈতিকভাবেও মানবেতর জীবনযাপনের দিকে ছিটকে যেতে পারে এমন একটি শিশু। এ ধরনের শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পথে নেমে আসে নানা প্রতিবন্ধকতা– ত্রুটিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বাড়তে থাকে তারা। ফলে মাদক গ্রহণের ঝুঁকিও বেড়ে যায়, কিশোর অপরাধের হারও বেশি এদের মধ্যে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ যৌননিপীড়নে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তাদের জীবন। টিনএজে এধরনের কিশোরীরা লোলুপ পুরুষের পাতানো যৌনতার ফাঁদে বেশি বেশি আটকে যায়। সর্বস্বান্ত হয় নৈতিকমনোবল, আত্মবিশ্বাস কম থাকে এদের। আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার মতো মৌলিক চাহিদার অপূর্ণতা ঠেলে দেয় এদের ঝুঁকিপূর্ণ যেকোনো ধরনের অসামাজিক কাজের দিকে। অন্যকে চিনতে পেরেও তা প্রতিহত করতে পারে না তখন। অসুন্দর বা মন না মানা ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না– 'না' বলতে পারে না। এভাবে ক্রমাগত ভাবে সমস্যার জালে জড়াতে থাকে ডিভোর্সি মা-বাবার সন্তানেরা । এ কারণে বলা হয়ে থাকে– 'ব্রোকেন ফ্যামিলি'র ভাঙন মানেই কেবল স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ নয়। বিচ্ছেদের আড়ালে ভাঙতে থাকে তাদের সন্তানের ভবিষ্যত জীবন, প্রভাবিত হয় সামনে এগোনোর পথ। তবে ব্যতিক্রম তো আছেই। ভাঙা ধ্বংস্তূপের ভেতর থেকেই ফুটে বেরিয়ে আসতে পারে অসাধারণ প্রতিভাবান কোনো সন্তান। এই হার নগন্য; উদাহরণ নয়।

বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের কারণে আচমকা একটি সন্তান পড়ে যেতে পারে অথৈ জলে, অতিরিক্ত চাপে পড়ে যেতে পারে তার দৈনন্দিন জীবন

বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের কারণে আচমকা একটি সন্তান পড়ে যেতে পারে অথৈ জলে, অতিরিক্ত চাপে পড়ে যেতে পারে তার দৈনন্দিন জীবন। বাসার পরিবর্তন, স্কুলের পরিবর্তন, যত্ন-আত্মির পরিবর্তন, নতুন পরিবেশে, নতুন বন্ধু-বান্ধব কিংবা নতুন পারিবারিক সদস্যেদের মাঝে হঠাৎ দাঁড়ানোর জন্য মাটি খুঁজে পায় না তারা। এভাবে পরিবেশের চাপ বাড়িয়ে দেয় জীবনযাপনের চাপ। এই চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পড়াশোনার সাবলিল ধারা। মনের পরিবর্তন ঘটে যায় আগেই। মা-বাবার বিচ্ছেদের পূর্বে ঘরে তারা থাকে উত্তপ্ত কড়াইয়ের ওপর। এই যাতনা দীর্ঘমেয়াদি হলে 'ইমেটেটিভ' শিক্ষণের কারণে ভুল তথ্যে ঠাসা হতে থাকে জীবন। মা-বাবার দ্বন্দ্বে বেড়ে উঠতে উঠতে সন্তানের আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হতে থাকে অনিয়ন্ত্রিত। এরা অল্পতে কষ্ট পায়। অল্পতে ভুল করে, অল্পতে রাগ করে, ফাটাফাটি কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। অল্পতে বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এদের জীবন। 'ব্রোকেন ফ্যামিলি'র কয়েকটি সন্তানের কেস স্টাডি'র দিকে চোখ ফেরাতে পারেন পাঠক:

কেস স্টাডি-১ : "বাবার মুখে মা ডাক শুনব"

বেডরুমের দরজা লক করে কথা বলছেন মা জিনাত আরা। কথা আর থামে না। বারবার দরজার পাশে দাঁড়াচ্ছে মেয়ে রিপা। ভেতরে কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না, শোনার চেষ্টা করছে। কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছেন মা? তের বছরের রিপার মনে প্রশ্নটি হানা দিচ্ছে বার বার। কৌতূহলের শেষ নেই। দিন দিন কৌতূহল বাড়ছে। বাবার সঙ্গে মায়ের বিচ্ছেদ হওয়ার পর মা-র সঙ্গেই থাকে সে। বাবার অনেক বদরাগ দেখেছে, মার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংঘাত দেখেছে। দেখে দেখে বাবার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগলেও বাবা-মার আলাদা হওয়াটা মেনে নিতে পারেনি সে। বাবাকে মিস করে। বাবার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছাটা লুকিয়ে রাখে মনে, প্রকাশ করার সাহস পায় না। বুকের ভেতরটা মাঝে মাঝে খা খা করে ওঠে। পূর্ণ জীবনটা শূন্য মনে হয়। শূন্যতার ভেতর থেকে বুকে হাহাকার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইতিমধ্যে একটা মিসকল পেয়েছে রুহানের কাছ থেকে। পাড়ার ছেলে রুহানের কথায় মুগ্ধ সে। রাত জেগে কথা বলে রুহানের সঙ্গে। কী সব কথা বলে রুহান! প্রথম প্রথম লজ্জা পেলেও, খোলস ভেঙে গেছে লজ্জার। এখন অকপটে অশ্লীল সব কথা-বার্তার জবাবও দেয় সে। মজা পায়। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এ মহূর্তে রুহানের কথা ভাবতে ভাবতে মায়ের টেলিফোনের সম্ভাব্য কথাবার্তার ধরন নিয়ে নিজস্ব স্খলনের সঙ্গে একটা সংঘাত তৈরি হয়। সংঘাতের ফলে বিপর্যস্তবোধ করতে থাকে রিপা। মা-ও কি অশ্লীল কোনো কথা বলে কারোর সঙ্গে! তার বয়সে সে বলবে। মা কেন বলবে? মা তো মা-ই। ভাবতে গিয়ে মাথা জ্যাম হয়ে যায়। ঘেমে ওঠে কপাল। হঠাৎ দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে বলল, আম্মু, দরজা খোলো। ভেতরের কথা বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত উঠে দরজা খুলে দিলেন জিনাত আরা। মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে মা? মুখ তুলে কঠিন চোখে একবার তাকালো রিপা। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দুপদাপ পা বাড়িয়ে হেঁটে গেল নিজের রুমের দিকে। মেয়ে এমন আচরণের অর্থ বুঝলেন না। তবে মেয়ের চোখের ভাষা বড় বেশি রূঢ় মনে হয়েছে; বড় বেশি অবাধ্য মনে হয়েছে, বড় বেশি প্রশ্নবোধক মনে হয়েছে। এমন ঔদ্ধ্যপূর্ণ শব্দ কখনো ব্যবহার করেনি রিপা। এই ঔদ্ধত্যের ব্যাখ্যা কি? ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠেন। এক পরিচিত আত্মীয়ের সঙ্গে সুযোগ পেলেই কথা বলেন জিনাত। কষ্টের কথা শেয়ার করতে করতে কিছুটা হৃদ্যতা হয়েছে। এই হৃদ্যতা সীমার মধ্যে রয়েছে। কনো রকম অশ্লীল পর্যায়ে পৌছেনি। নিজের ভেতরের শুদ্ধতাও সততা নিয়ে কিছুক্ষণ পর মেয়ের রুমে ঢুকে দেখেন সেলফোনে কথা বলছে রিপা। মায়ের উপস্থিতি টের পেয়ে লাইন কেটে দিয়ে রিপা প্রশ্ন করল, কেন এসেছে আমার রুমে? নরম গলায় জিনাত আরা জবাব দিলেন, মনে হলো তোমার মন খারাপ, মনে হলো রেগে আছ তুমি। হ্যাঁ। মন খারাপ। হ্যাঁ রেগে আছি। শেয়ার করো আমাকে। শেয়ার করলে মন ভালো হয়ে যাবে। অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে তোমার দীর্ঘক্ষণ কথা বলা সহ্য করতে

পারি না আমি। আচমকা সরাসরি জবাব দিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাল রিপা। মেয়ের জবাব পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন জিনাত আরা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠান্ডা গলায় বললেন, একা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি। তাই একজনের সঙ্গে কথা বলি। বন্ধুত্বপূর্ণ সীমারেখা থাকে কথা-বার্তায়। তুমি অপছন্দ করলে আর কথা বলব না। তবে মনে রেখো, তোমার জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছি আমি। তোমার বাবা পুনরায় বিয়ে করলেও, আমি করিনি। তোমাকে মানুষ করার ব্রত গ্রহণ করেছি। সাত বছর ধরে সংগ্রাম করছি। দু'বছরের তুমি এখন তের বছরে পার করছ। আবেগ দিয়ে বিচার করছ অন্য পুরুষের সঙ্গে আমার কথাবলা। আবেগ নয়। চিন্তা খাটিয়ে বাস্তবতাটা দেখো। দেখলে খুশি হব। কথা শেষ করে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন জিনাত আরা।

বাস্তব কথায় মন নরম হলেও রুম থেকে মায়ের বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজানা শঙ্কা কাঁমড়ে ধরে বুক। আবার বিয়ে করেছেন বাবা, প্রথমে পাত্তা দেয়নি বিষয়টি। এ মুহূর্তে কষ্টের পেরেক ঠুকে যায় বুকে। বাবা ইয়াং। তাই বিয়ে করেছেন আবার। এটাও একটা বাস্তবতা। মা তো আরও বেশি কম বয়সী। বাস্তবতার কারণে কি মা আবার বিয়ে করবেন? 'চিন্তা খাটিয়ে বাস্তবতাটা দেখো– কথাটার গভীরতার মধ্যে কি মায়ের পুনরায় বিয়ে করার আভাস লুকিয়ে আছে? থরথর করে কেঁপে ওঠে দেহ। কেঁপে ওঠে মন। কেঁপে ওঠে চারপাশ। কেঁপে ওঠে পায়ের তলার মেঝে। কাঁপনির সময় রিপা টের পেতে থাকে, মনে স্রোতের মতো ধেয়ে আসছে চিন্তা– বাবার আর একটা সংসার হয়েছে। বাবার আর একটা বউ হয়েছে। সেই বউয়ের বাচ্চা হবে। ঝলমল করবে তাদের সংসার। চিন্তা থামছে না। আরো প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে চিন্তা– মা আবার বিয়ে করবে, মা'র স্বামী হবে, মায়ের নতুন সন্তান আসবে। সেই সন্তান নিয়ে হেসে উঠবেন মা। তার কী হবে? কে থাকবে তার? কেউ না। মা না। বাবা না। কেউ না। ভাবতে ভাবতে হু হু করে কেঁদে ওঠে রিপা। বুকরে অতল থেকে ধেয়ে আসা কান্নার দাপট থেমে যায় একসময়। শূন্য চোখে একবার তাকায় দেয়ালের দিকে। মনে হতে থাকে চার দেয়ালের চাপে ঠেসে যাবে জীবন। এই চাপ সামাল দেয়ার শক্তি নেই তার। নিজেকে স্থির করে কল দেয় রুহানকে। কল পেয়ে রুহান জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ লাইন কেটে দিয়েছিলে কেন? প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রিপা প্রশ্ন করে, কোথায় তুমি? বাসায়। তোমার বাসায় নিয়ে যাবে আমাকে? আবার সরাসরি প্রশ্ন করে রিপা। নিয়ে যাব মানে? মানে সহজ। বিয়ে করে নিয়ে যাবে। বিয়ের বয়স হয়েছে তোমার! আশ্চর্য হয়ে জানতে চায় রুহান। ওঃ! তাহলে থাক। লাইন কেটে দিচ্ছিল রিপা। কাটতে গিয়েও কাটতে পারল না। রুহানের গলার স্বর শুনল আবার, বাসায় নিতে না পারলেও অস্থায়ী বাসায় নিতে পারব, যাবে? দ্বিরুক্তি করল না রিপা। সরাসরি জবাব দিল, যাব। তুমি পাড়ার গলি পেরিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে থাক। আসছি আমি। বড় রাস্তায় এসে রিপা দেখে রুহানের সঙ্গে আরও একটি ছেলে । ওকে বেশি বয়সী মনে হলো। চেহারায় রয়েছে রুক্ষতা । আগে কখনো এ পাড়ায় দেখেছে বলে মনে হলো না। রিপাকে উদ্দেশ করে রুহান বলল, ওঠো, ইত্তলোক্যাবে। ছেলেটা ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছে। রিপা ও রুহান বসেছে পেছনের সিটে। কোনো প্রশ্ন করল না রিপা। ছেলেটার বিষয়ে কোনো কিছু জানতে চাইল না। রুহান যা বলছে তাই করছে। সহজে চালিত করছে রুহান। ক্যাব এগিয়ে চলছে আশুলিয়ার দিকে। ওই পথটা অচেনা রিপার। তবুও জানতে চাইল না। রিপা এখন দম দেওয়া পুতুল। এই পুতুলকে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারবে ভেবে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে রুহান প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছ, জানতে চাইবে না? সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় রিপা– না। যেখানে নেব, সেখানেই যাবে? হ্যাঁ। অস্থায়ী বাড়িটি কোথায় জানতে চাইবে না? না। শেষের না শোনার পর আরো উল্লসিত হয়ে ওঠে রুহান। আরও সাহসী হয়ে নিজে থেকেই বলে, আশুলিয়ায় নদীতে ছাইওয়ালা ভাড়া নৌকো পাওয়া যায়। সেই নৌকে হবে আজ আমার তোমার অস্থায়ী ঘর। ওই ঘরের অতিথি তুমি আজ আমার। রাজি? কথার তল ধরতে না পেরে সহজ গলায় রিপা উত্তর দিল, রাজি।

> ডিভোর্সি মেয়েরা থাকেন অরক্ষিত। চারপাশের পুরুষরা তালাকপ্রাপ্ত মেয়েদের পেছনে কুকুরের মতো লেগে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য ঘনিষ্ঠ নারীর দ্বারাও নিগৃহীত হন তাঁরা

নৌকো ভাসছে নদীতে। ছাউনিঘরে রিপা আর রুহান। ঘরের বাইরে রুহানের সেই বন্ধু আর একজন মাঝি। নৌকো নিয়ে নদীর বুক কেটে এগিয়ে যাচ্ছেন মাঝি। রুহান বলল, ঘরটি পছন্দ হয়েছে তোমার? রিপা বলল, খুউব পছন্দ হয়েছে। রুহান বলল, তোমাকে পেতে চাই এখন। রিপা প্রশ্ন করল, কী পেতে চাও। পাওয়া কি শেষ হয়নি? রুহান বলল, তোমাকে পেয়েছি। তোমার দেহটাও চাই। রিপা বলল, ওঃ! এই লোভে অস্থায়ী ঘরে নিয়ে এসেছ? হ্যাঁ। তুমি তো রাজি। কাপড় খুলব? জবাব দিল না রিপা। দেহের ভাষা জানা হয়নি তার। জানার আগ্রহও নেই। পুতুলের মতো পড়ে থাকল। ইচ্ছার পতাকা ওড়াল রুহান। আরও বেশি দুলছে ছাউনিঘর। অস্থায়ী ঘরের দোলা কি তবে এতই ক্ষণস্থায়ী? বোঝে না রিপা। রুহান তাকাল রিপার দিকে। স্পন্দনহীন রিপা জিজ্ঞেস করল, আর কোনো ইচ্ছা বাকি আছে তোমার? রুহান জবাব দিল, আছে– বাইরে যে বসে আছে, ও আমার জানিদোস্ত। সব কিছু আমরা শেয়ার করি। তোমাকেও ওকে একটু শেয়ার করাতে চাই। রাজি? স্পন্দনহীন রিপা শোয়া থেকে উঠে বসে। রুহানের চোখের দিকে একবার তাকায় শূন্য চোখে। জীবনের অস্থায়ীত্বকে অস্থায়ী ঘরের স্থায়ীত্বের চেয়েও কম সময়ের মনে হয়। এই তুচ্ছ জীবনের অর্থ কোথায়? শীতল গলায় প্রতিক্রিয়াহীন রিপা বলে, রাজি। খুশি হয়ে ছাউনির পেছনের দিকে বেড়া ঠেলে বেরিয়ে ছেলেটি ডাকে রুহান। অন্য দিকে বেড়াঠেলে বেরিয়ে আসে রিপা কেউ কিছু বোঝার পূর্বেই ঝাঁপ দেয় নদীতে। ঝাঁপ দিতে দেখেছেন নৌকার মাঝি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিলেন তিনি। দ্রুত সাতরে আঁকাড়ে ধরেন প্রায় ডুবুন্ত রিপাকে। গায়ের জোরে শক্ত করে তিনি উপরের দিকে ঠেলে ধরেন রিপার মাথা। সাতরে আসেন নৌকার কাছে। মাঝি আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, মা, এভাবে লাফ দিলেন কেন? মা ডাক শুনে হু হু করে কেঁদে ওঠে রিপা। তারপর মাঝিকে উদ্দেশ করে ফিসফিস করে বলে, আমি বাবার কাছে যাব, বাবার মুখে মা ডাক শুনব। আমি মায়ের কাছে যাব। মা ডাক শুনব।

কেস স্টাডি-২ ঃ "আমার মায়ের বিয়ে হয়ে যাবে"

ছুটির ঘন্টা বেজেছে। দলবেধে সবাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসছে। উল্লসিত ছাত্র-ছাত্রীদের চোখ চকচক করছে। ছুট দিচ্ছে সবাই

স্কুলের গেটের দিকে। এই তাড়াহুড়োর মধ্যে তাড়া নেই এষার। এষাকে ধাক্কা দিয়ে আঁখি বলল, ওঠ। বসে আছ কেন? যাবে না? কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্রীদের একজন এষা। আঁখির প্রশ্ন শুনে উঠে দাঁড়ায় সে। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপচাপ হাঁটা শুরু করে সামনে। আঁখি আবার প্রশ্ন করল, তোমার কি মন খারাপ? এষা জবাব দিল, না। মন খারাপ না। তো এত মলিন লাগছে কেন তোমাকে ? বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। স্কুলেই ভালো লাগে। স্কুল ছুটি হলে বাসায় যেতে হবে। বাসায় যাওয়ার কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। স্পষ্ট করে জবাব দিল এষা। চোখ ঘুরিয়ে আঁখি দেখে এষার মুখ। ওর মুখের ভাষা পড়তে পারে। উজ্জ্বল মুখে বিষাদের ছায়াটা ধরা পড়ে আঁখির চোখে। আঁখির মন ছুয়ে যায় এষার মন। আঁখিও মন খারাপ করে বলল, মনে হচ্ছে তোমার ভেতর অনেক কষ্ট। চুপ থাকে এষা। আঁখির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ওর বাঁ হাত চেপে ধরে নিজের ডান হাতে। ইতমধ্যে ক্লাসের সবাই স্কুল গেটের কাছে পৌছে গেছে। ওরা হাঁটছে ধীর পায়ে। এখনো পেরোয়নি স্কুলের বারান্দা। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এষা বলল, তোমার মা-মণি নিশ্চয় গেটে এসে গেছেন তোমাকে নেওয়ার জন্য। দ্রুত পা বাড়াও তুমি। আঁখি বলল, তোমাকে নিতে আসবে না কেউ? গতকাল পর্যন্ত এসেছে। আজ থেকে কেউ আসবে না। একাই যেতে হবে আমাকে রিকশায়। মানে? মানে সহজ। আমাকে একা যেতে হবে। দাদু বলে দিয়েছেন । কেন এমন বলেছেন। মা'র বিয়ে হয়ে যাবে। শ্বশুরবাড়ি চলে যাবেন তিনি। আমাকে নেওয়ার জন্য আর কেউ নেই পরিবারে। মা'র বিয়ে হয়ে যাবে? কী বলছ? হ্যাঁ ছোটবেলা থেকে যাকে মা বলে জেনেছি তিনি আমার ফুপি। ফুপি তোমার মা? হ্যাঁ ফুপিই আমার মা। মায়ের মতোই পেলেছেন আমাকে। সেই মা'র বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তো, তোমার আসল মা নেই? বাবা? আছে বাবা, কানাডা থাকেন। ফেসবুকে বাবার বন্ধু হয়েছি আমি। বাবা দিবসেও ইউশ করেছি তাকে। আর মা থাকেন নিউজিল্যান্ড। দুজন দুদেশে! আর তুমি বাংলাদেশে! আঁখির কণ্ঠে বিস্ময়। বুঝ হওয়ার পর থেকে এটাই দেখে আসছি। সহজ গলায় জাবব দিয়ে এষা আবার বলল, ফুপি খুব কাঁদছে। আমাকে নিতে চান সঙ্গে। দাদু রাজি না। ফুপির স্বামী রাজি। তবে ফুপির শাশুড়ি রাজি না। তোমার কী ইচ্ছা? আমারও যেতে ইচ্ছা করে ফুপির সঙ্গে। বলেই থেমে যায় এষা। বুকের ভেতরের চাপা পাথরটা সরে যায় কথা বলার কারণে। চোখ ফেটে জল আসে। গাল বেয়ে নেমে আসে অশ্রুকণা। এষার হাত আরো শক্ত করে চেপে ধরে আঁখি। কিছুটা সময় নিয়ে প্রশ্ন করল, তোমার আসল মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছা করে না? আসল মায়ের কথা শুনে গলার পেশি শক্ত হয়ে ওঠে। মুখের পেশি শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের পানি থেমে যায়। কোনো জবাব না দিয়ে এষা বলল, চলো। গেটের কাছে যাই। তোমার মা হয়ত টেনশন করছেন তোমার জন্য। এষার কথায় সাড়া দিল না আঁখি। আবার প্রশ্ন করল, তোমার আসল মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই? এষা জবাব দিল, নেই। কেন নেই? মা কি এমন পুতুলের মতো সুন্দর একটা মেয়েকে ভুলে থাকতে পারে? পারে বোধ হয়। এজন্য আমার খবর রাখেননি। নিউজিল্যান্ডে আবার বিয়ে করেছেন। আমার মায়ের আরো একটি মেয়ে হয়েছে। তাকে নিয়েই থাকেন। তোমাকে নিতে চাননি তিনি? জানি না। নিশ্চয় নিতে চেয়েছেন। হয়ত তোমার দাদু বা তোমার বাবা বাধা দিয়েছেন। ফুপি বলেছেন সেই কথা। তাহলে তো তোমার মায়ের দোষ নেই। দোষ-গুণ নিয়ে ভাবি না। আমাকে শিশুকালে রেখে মা চলে গেছেন। আর একটা বিয়ে করেছেন। আমি কি কেউ ওনার? প্রশ্ন করার পড় আবারও গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। আবারও কান্না আসে। নিজেকে সংযত করে বলল, ওই যে তোমার মা দাঁড়িয়ে আছেন গেটে। যাও। মায়ের কাছে যাও। আমি আমার কাছেই থাকি। এগোল না আঁখি। হাত ছাড়ল না এষার। এষার কষ্ট ছুঁয়ে গেছে আঁখির কষ্ট। এষাকে উদ্দেশ করে বলল, চলো আজ তোমাকে বাসায় পৌছে দেব। চলো, আমার সঙ্গে চলো। কথা শুনে আঁখির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে এষা। নিজের জন্য আর কষ্ট বোধ করে না। বাবার জন্যও না। চলার পথে অনেকে আসবে। নির্ভরশীল বিশ্বস্ত সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে, বোঝে এষা।

কেস স্টাডি-৩ ঃ "নতুন মা"

মায়ের বেডরুমে অন্য মহিলাকে দেখে বাবাকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে জোশি জানতে চায়, উনি কে? হামিদ সাহেব শান্ত গলায় জবাব দিলেন, উনি তোমার নতুন মা। নতুন মা! মুখের অভিব্যক্তিতে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন ভেসে উঠেছে। 'নতুন মা!' শব্দটির দ্বিরুক্তি করে অবাক চোখে বাবার চোখের দিকে তাকাল জোশি। হামিদ সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। ছেলের সামনে থেকে সরে যাচ্ছিলেন। চৌদ্দ বছরের দুরন্ত জোশির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। গলার স্বর শক্ত রেখেই জোশি প্রশ্ন করল, বিয়ে করেছ তুমি আবার। ছেলে-মেয়েকে জানানোর প্রয়োজন মনে করোনি? প্রয়োজন মনে করিনি বললে ভুল হবে। বলার সাহস পাইনি– তাছাড়া তোমরা রাজিও হতে না। বাবার নতজানু কথায় উদ্যত রাগ কমেনি। তবে উগ্রতা আর বাড়েনি। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকে দেখেছে বাবা-মায়ের সম্পর্ক। মায়ের ওপর বাবার নির্যাতন দেখে দেখে বড় হয়েছে। প্রায় গৃহবন্দী মাকে সন্দেহ করত বাবা। পিটাত। অতিষ্ঠ হয়ে সংসার ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন মা। নানার বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো না বলে ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়েও ধরে রাখেননি তাদের। বাবার কাছেই থাকতে দিয়েছিলেন পড়াশোনার সুবিধার জন্য, আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য। নিজের মমতার চেয়ে ছেলে-মেয়ের মানুষ হওয়াটাকেই বড় মনে করেছিলেন মা। মায়ের ওই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়েই বাবার বাড়ি ছেড়ে যায়নি জোশি। ছোট বোন নদীও। নতুন মা-কে দেখে নদীর প্রতিক্রিয়া জানা হয়নি। নিজের বুকটা ভেঙে যাচ্ছে এখন। কষ্ট হচ্ছে। নদীর রুমে এসে দেখে বাসায় নেই সে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া নদীও বদলে যাচ্ছে, টের পায় জোশি। দুই অবুঝ বালক-বালিকার কষ্ট বুঝবে কে? জানে না সে। উদ্দেশ্যবিহীন ঘর থেকে বেরিয়ে পাড়ার মোড়ে এসে বসে জোশি। মলিন মুখে বসে থাকতে দেখে পাড়ার বড় ভাই সোহেল বলল, কী জোশি, এত মন খারাপ কেন? কোনো জবাব দিল না জোশি। সোহেল আবার বলল, তোমার বাবার নতুন বিয়ে মানতে পাচ্ছ না? প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল। বাবার বিয়ের খবর তাহলে সবাই জানে! নিজেকে অপমাণিত বোধ করে। আরো তীব্রতর হয় বুকের জ্বালা। বিষণ্ন-চোখে তাকিয়ে থাকে মাটির দিকে। আমার সঙ্গে যাবে? জিজ্ঞেস করে সোহেল। কোথায় ? যেখানে গেলে কষ্ট ভোলা যায় সেখানে। যাবে? সহজে রাজি হয়ে গেল জোশি। শান্ত গলায় বলল, যাব। পাড়ার মোড়ে সামনে পেয়ে

নদীকে উদ্দেশ করে সালমা বলল, তুই ভালো আছিস নদী? না। ভালো নেই। কী বেশি কষ্ট দিচ্ছে তোকে? বাবার বিয়ে, না জোশি ভাইয়ার কাণ্ড? জোশি ভাইয়া কী কাণ্ড করেছে? অবাক হয়ে জানতে চায় নদী। কেন জানিস না? টিভিতে দেখাচ্ছে, মাদকব্যবসায়ীদের সঙ্গে ধরা খেয়েছেন ভাইয়া। টিভি নিউজে দেখিয়েছে কিছুক্ষণ পূর্বে। নদীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। মনে হচ্ছে নদী মিশে যাবে সাগরে। অকূল সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে সে এখন...

বিশ্লেষণ

বর্তমান সময়ে বদলে যাচ্ছে ডিভোর্সের গতি-প্রকৃতি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, নারীশিক্ষার হার বাড়ছে, সচেতনতা বাড়ছে, বাড়ছে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। ফলে কমে আসছে মুখ বুজে স্বামীর নিপীড়ন-অত্যাচার সহ্য করার মানসিক সামর্থ্য, ধৈর্য, সহনশীলতা। অভিজাত পরিবারের শিক্ষিত ও বিত্তবান নারীদের মধ্যে তালাকের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। ঢাকা সিটি করপোরেশন (ডিসিসি) এলাকায় গত কয়েক বছরে ৮০ শতাংশ নোটিশ দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীদের পক্ষ থেকে (৪ জানুয়ারি ২০১১, *প্রথম আলো*)। স্বামীর সন্দেহ, পরকীয়া, মাদকাসক্তি, যৌতুক প্রভৃতি কারণই এর জন্য প্রধানত দায়ী। তবে নারীদের সহনশীলতার ঘাটতি, স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্টের সমস্যাও প্রকট হয়ে উঠছে। এসব তথ্যও প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকায়। ইদানীংকালে দেখা যাচ্ছে, বিত্তশালী বাবা আলাদা ফ্ল্যাট কিনে রাখছেন কিংবা নিজ ফ্ল্যাটের একটি রুম শ্বশুরবাড়িতে চলে যাওয়ার পরও তালা দিয়ে রাখছেন মেয়ের জন্য। এ ধরনের মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বউ হিসেবে নিজের অস্তিত্বের শেকড় দৃঢ় করার সুযোগ পান না। এঁদের কেউ কেউ ছোটখাটো ইস্যুতে ছুট দেন বাপের বাড়ির দিকে। বড় ইস্যুতে তো কথাই নেই। বিয়ে মানে দাসত্ব নয়, এই যুক্তিতে ছুট দেওয়া ঠিক আছে, বলা যায়। কিন্তু কেবল তালাকই প্রতিবাদের ভাষা হওয়া উচিত নয়। সমস্যা জয় করার চেষ্টাও করতে হবে। পালিয়ে আসা মানে পরাজয়। সাফল্যের সঙ্গে টিকে থাকাই হচ্ছে জয়ী হওয়া। মনে রাখা জরুরি, আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি এখনো ডিভোর্সি মেয়েদের সম্মানের চোখে দেখে না। ডিভোর্সি মেয়েরা থাকেন অরক্ষিত। চারপাশের পুরুষরা তালাকপ্রাপ্ত মেয়েদের পেছনে কুকুরের মতো লেগে থাকেন। এ দলে সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছেন কাছের পুরুষগুলো। ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য ঘনিষ্ঠ নারীর দ্বারাও নিগৃহীত হন তাঁরা। তালাকপ্রাপ্ত মেয়েরা পুরো জীবনের জন্য সিল পেয়ে যান ডিভোর্সি মেয়ে হিসেবে। পরবর্তী জীবনে এঁদের সুখী হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে শান্তির জন্য জটিল সমস্যায় তালাক অনুমোদন করে ধর্ম ও বিজ্ঞান। পূর্বেই বলা হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ধ্বংস করে সন্তানের মন; দুর্বল করে মানসিক বিকাশ। সহজে প্রভাবিত হয়ে ডুবে যেতে পারে তারা অন্ধকারে। অন্ধকার পথে ডুবতে দেখেছি আমরা রিপাকে, দেখেছি জোশির পতন। সহজে জোশি ভিড়ে গেছে মাদকব্যবসায়ী চক্রের সঙ্গে। এষার কষ্ট দেখেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি এষার ইতিবাচক চিন্তার ধরন। ধ্বংসের মধ্যে থেকেও মাথা উঁচিয়ে চলার নাম জীবন। কষ্টের টানে ছুটলে চলবে না। কষ্ট মোকাবিলা করে এগোতে হবে। ডিভোর্সী মা-বাবার সন্তানদের মনে রাখতে হবে, মা-বাবার বিচ্ছেদ মানে মা-বাবারই ব্যর্থতা। নিজেকে ধ্বংস করে নয়, গড়ে তুলে জবাব দিতে হবে সেই ব্যর্থতার। রিপার মতো ভুল করা চলবে না। জোশির মতো প্রভাবিত হলে চলবে না। চলার পথে বিশ্বস্ত কেউ এসে যেতে পারে। তার হাতে হাত রাখতে হবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার জন্য প্রত্যয়ী হতে হবে। যেমনটি হয়েছে এষা।

ডা. মোহিত কামাল, সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, e-mail : drmohitkamal@yahoo.com

❖ *"ডিভোর্স কোন সমাধান হতে পারে না" চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নিন*